দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... AUG 08 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৫ ...

'বাংলাদেশের উচিত যুদ্ধাপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো'

নগরে অতিথি

'পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস' বিষয়ে গবেষণায় ঢাকায় কয়েক মাস কাটিয়ে গেলেন মার্কিন নাগরিক 'ইভেত রোজের'

ইভেত রোজের

মোয়াজ্জেম হোসেন

জর্জ অরওয়েল বলেছিলেন, "যে বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করে সে অতীতেরও নিয়ন্তা।" ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের পাঠ্যপুস্তকে লেখা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ইভেত রোজের যেন অরওয়েলের এই কথাটির সত্যতা খুঁজে পেলেন আবার। ইভেত দেখালেন, রাষ্ট্র ক্ষমতায় রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে এখানে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের বৃত্তান্তও বদলে যায়। আইয়ুবের আমলে লেখা ইতিহাস উল্টে যায় ভুট্টোর জমানায়। জিয়ার আমলে লেখা ইতিহাস থেকে মুছে যায় মুজিবের নাম। আবার শেখ হাসিনার আমলে লেখা ইতিহাস হয়ে উঠে কেবলই মুজিবময়। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে ইতিহাসের নায়ক এবং প্রতিনায়করা জায়গা বদল করে।

ইভেত রোজের মার্কিন নাগরিক। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি নিয়ে কাজ করছেন অনেক দিন ধরে। এমএ করেছেন দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে (অস্টিন) এখন পিএইচডি করছেন। গবেষণার বিষয়বস্তু– পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস। এই গবেষণার কাজেই "আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ"-এর ফেলো হিসাবে কয়েক মাস ঢাকায় কাটিয়ে গেলেন ইভেত। বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে লেখা ইতিহাস নিয়ে এমন গবেষণা এর আগে কেউ করেছেন বলে জানা নেই। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আতকে ওঠার মতো সব জিনিস আবিষ্কার করেছেন ইভেত। "উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবিদ্বেষ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের বিবরণ। এখানে সবাই ইতিহাসের কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটিয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ ইতিহাস বিকৃতিতে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে"– বললেন ইভেত।

উপমহাদেশের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের কেমন পাঠ নিচ্ছে তার একটু বিবরণ দেয়া যাক। পাকিস্তান ভেঙে দুই টুকরো হওয়ার বিবরণ একটি পাকিস্তানী পাঠ্যপুস্তকে দেয়া হয়েছে এভাবে : স্বাধীনতার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের হাতে। এরা হিন্দু শিক্ষকদের সঙ্গে মিলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া দূষিত করে তোলে, বিষাক্ত প্রচারণা চালায় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে। বাংলাদেশ আসলে এই বিষাক্ত প্রচারণার ফল; বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এবং হিন্দুপন্থী শিক্ষকরা যে প্রচারণা চালিয়ে আসছিল পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এই বিবরণের কোথাও নেই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা, আওয়ামী লীগের ৬ দফা, '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের কথা।

পাকিস্তানের কুল ছাত্ররা বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে 'জ্ঞান' লাভ করেছে পাঠ্যপুস্তকে মাত্র এক প্যারাগ্রাফের এই ভুল তথ্যঠাসা বিবরণ পড়ে। ইভেত রোজের বলেন, ইতিহাসের এই পাঠ বিকৃতি কেবল ভারতে-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে নয়, সব দেশেই এমনটি ঘটছে। ইংল্যান্ডের ইতিহাসের পাঠ্যবইতে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭) হচ্ছে 'সিপাহী বিদ্রোহ'। আমেরিকান বিপ্লব তাদের কাছে আমেরিকান বিদ্রোহ'। আর ৬০-এর দশকে লেখা যে কোন আমেরিকান পাঠ্যপুস্তক পড়লে মনে হবে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' এক 'ডেভিল চেস্ট'– যার নাগরিকরা মুক্তির জন্য হাঁসফাঁস করছে। ইভেত বলেন, ইতিহাস লেখা খুব কঠিন কাজ। তথ্য আসলে নিজে থেকে কথা বলে না। কিছু নাম আর সাল তারিখ তো ইতিহাস নয়। ইতিহাস হচ্ছে তথ্যের ব্যাখ্যা। সেই ব্যাখ্যা তো জনে জনে ভিন্ন হতে পারে। পোস্টমডার্ন বিশ্বে এসে আমরা দেখছি আসলে ১০০ ভাগ বস্তুনিষ্ঠতা অর্জন করা অসম্ভব। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। আমরা কি এমন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস লিখতে পারি না যা হবে মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক, ইচ্ছাকৃতভাবে কারও চরিত্র হননের ব্যাপার যেখানে থাকবে না, থাকবে না সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে তরুণ শিক্ষার্থীর মন বিষিয়ে দেয়ার চেষ্টা। পাকিস্তানের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের নজির টেনে আনলেন ইভেত। সেখানে ইতিহাসের বইয়ের ছত্রে ছত্রে উল্লেখ আছে হিন্দুদের কথা, যারা কিনা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়, পাকিস্তানীদের শোষণ করতে চায়। এমন ইতিহাস আসলে কারোরই কোন কাজে লাগবে না– বললেন ইভেত।

ইভেত রোজের উপমহাদেশের তিন দেশের পাঠ্যপুস্তকে লেখা ইতিহাস তুলনা করেছেন। আবার এক দেশের মধ্যেও ইতিহাসের বিভিন্ন ভাষ্যের পর্যালোচনা করেছেন। ইভেত বলেন, পাকিস্তানে '৪৭ থেকে '৫৮ পর্যন্ত ইতিহাস লেখা হয়েছে একভাবে। আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বদলে গেল। '৭১-এর পর আবার আমূল বদল ঘটল পাকিস্তানের ইতিহাসের পাঠ্যবইতে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর পাঠ্যপুস্তক থেকে বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা এসব শব্দ বাদ পড়ল, জিয়া যে স্বাধীনতার ঘোষক সে কথা যোগ করা হলো, মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার ভূমিকাকে অনেক ওপরে তুলে নিয়ে আসা হলো। এই পর্যায়ের ইতিহাসের বইতে যুদ্ধে পাক বাহিনীর নৃশংসতার কথা, গণহত্যার কথা আর সেভাবে ঠাঁই পেল না। এরশাদের আমলে ইতিহাসের এই পাঠ্যপুস্তকই পড়ানো হয়েছে, খুব একটা অদল-বদল করা হয়নি। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসার পর আবার ইতিহাসের পাঠে রদবদল শুরু হলো। এখন তো মুজিব নাম যুক্ত আছে এমন যে কোন বিষয়ই সোৎসাহে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনী'র অবদানের কথা বলা হচ্ছে যে, মুজিব বাহিনী কিনা গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্টদের ঠেকাতে।

তিন দেশের মধ্যে সত্যের কাছাকাছি ইতিহাস আছে কোন দেশের পাঠ্যপুস্তকে, উত্তরে জানালেন ইভেত, ভারতের; আমি বলব ভারতের পাঠ্যপুস্তকে তুলনামূলকভাবে ইতিহাস কম বিকৃত করা হয়েছে। নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে ভারতের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস অনেকটা অবিকৃতভাবেই ঠাঁই পেয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের একটি অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ইভেত। "আমি খুব বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, সমকালীন ইতিহাস পাঠ্যবইতে একেবারেই উপেক্ষিত। পাঠ্যবইতে পাল, সেন, খিলজী বংশের কথা থাকছে, মুসলিম লীগ, পাকিস্তান, ভাষা আন্দোলন, ছয় দফার কথা থাকছে, কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে ইতিহাস। বাংলাদেশের জন্ম ১৬ ডিসেম্বর, কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে– এটা খুব বিস্ময়কর ঠেকেছে আমার কাছে। আমি বুঝতে পারছি সমকালীন ইতিহাস নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, কিন্তু ব্যাখ্যায় না গিয়ে ঘটনাগুলো উল্লেখ করতে বাধা কোথায়?"

ইভেত বলেন, এ দেশের মানুষ ইতিহাস নিয়ে যে রকম আবেগপ্রবণ তেমনটা আমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখিনি। এমনকি স্কুলের শিশুরাও এখানে জানে কারা ছিল রাজাকার ও আলবদর। গত বছর ১৬ সিভেম্বর আমি এখানে ছিলাম। আমি দেখেছি মানুষ তাদের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে কেমন আবেগতাড়িত। এমন দেশে শিশুরা পাঠ্যপুস্তক পড়ে সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানবে না– এটা দুর্ভাগ্যজনক।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইতিহাসের বিকৃত পাঠের কোন প্রভাব আপনার চোখে পড়েছে কি? ইভেত বলেন, এটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে যে, এ দেশে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল অন্য দলকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বলে চিহ্নিত করছে। বিএনপি'র কাছে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি, আওয়ামী লীগের কাছে বিএনপি, এমনকি গোলাম আজম, সে কিনা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির স্থপতি– সেও অন্যদের স্বাধীনতাবিরোধী বলছে!

আমি অবাক হয়ে যাই যে বাংলাদেশে এসব যুদ্ধাপরাধী এখনও রাজনৈতিক নেত্রীদের পাশে বসে এক সঙ্গে চা খায়, নাতিকে নিয়ে পার্কে হাঁটতে যায়– যাদের হাতে কিনা লেগে রয়েছে শহীদদের রক্ত। আমি জানি না পৃথিবীর আর কোন দেশে এমনটি ঘটেছে কিনা। অথচ আমি যখন স্কুলে গিয়ে শিশুদের সাক্ষাতকার নিয়েছি তারাও বলেছে, যুদ্ধাপরাধীদের সাজা হয়েছে এটা দেখতে পেলে তারা সবচেয়ে খুশি হবে। কোন রকম চিন্তা না করেই তারা এমন জবাব দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যারা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল এখনও তাদের ধরে ধরে সাজা দেয়া হচ্ছে।

আমি তো মনে করি, ইতিহাসের ঐ অধ্যায়টির সমাপ্তি টানার জন্য হলেও বাংলাদেশের উচিত যুদ্ধাপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। বাংলাদেশে অনেক নেতিবাচক বিষয়ের মধ্যে যে ইতিবাচক দিকগুলো ইভেতের চোখে পড়েছে তার মধ্যে আছে এ দেশে এক দল মুক্তমনের প্রগতিশীল ও মেধাবী বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতি।

"তোমরা সৌভাগ্যবান যে, এমন একদল বুদ্ধিজীবী পেয়েছ। বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের মুক্তমনের গঠনমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য রয়েছে। দ্বিতীয় বাংলাদেশে সিভিল সমাজ অনেক বেশি শক্তিশালী ও সংহত হয়ে উঠেছে। ফলে এ দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ করা খুবই কঠিন হবে বলে আমি মনে করি"– বললেন ইভেত।